ইবিতে শ্রেণিকক্ষ সংকট

উপাচার্যের কার্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

ইবি প্রতিনিধি
১৩ মার্চ ২০২৪, ১২:০০ এএম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সংকটের নিরসন ও শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। গতকাল দুপুর আড়াইটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে আন্দোলন শুরু করে শিক্ষার্থীরা। পরে বিকাল সাড়ে ৪টায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে শিক্ষার্থীদের শান্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আব্দুস সালাম।

শিক্ষার্থীদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে ২০২১-২২ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা চলাকালে প্রশাসন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা

হয়েছে। এ ছাড়া তাদের শ্রেণিকক্ষ সংকট দ্রুত সমাধান করার দাবিও জানান তারা।

আন্দোলনরত অবস্থায় শিক্ষার্থীরা ‘ক্লাসরুম সংকট কেন, প্রশাসন জবাব চাই,’ ‘আমার শিক্ষক লাঞ্ছিত কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, স্লোগান দিতে দেখা যায়।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেগা প্রকল্পের অংশ রবীন্দ্র নজরুল কলা ভবনে পরিদর্শনে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন ও প্রকল্প পরিচালক ড. নায়েব আলী প্রমুখ।

প্রকল্প পরিদর্শন টিম সূত্রে জানা যায়, রবীন্দ্র নজরুল কলা ভবনের আংশিক কাজ বাকি রেখেই কয়েকটি রুম দখল করে নেয় উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ।

পরিদর্শন টিম বিভাগের সবাইকে ১ ঘণ্টার মধ্যে দখলকৃত রুম থেকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ বলে শিক্ষার্থীরা দাবি করছে। এ সময় পরীক্ষার হলে অবস্থানরত উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক হাফিজুর রহমানকে লাঞ্ছিত করা হয় বলে জানান তারা। শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ও শ্রেণিকক্ষ সংকট নিরসনের দাবিতে দুপুর ২টার পর থেকে উপাচার্য কার্যালয়ে অবস্থান নেন শতাধিক শিক্ষার্থী।

উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী অনন্যা শৈলী বলেন, ‘পরীক্ষা চলাকালে আমাদের শিক্ষককে অপমান করা হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে বের হয়ে যেতে বলা হয় এবং হাফিজুর রহমান স্যারকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।’

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের প্রধান সমস্যা শ্রেণিকক্ষ সংকট। সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিয়ে আগামীকাল দুপুর ১২টায় সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন, বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের নিয়ে মিটিং করে আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যাটি সমাধান করা হবে।